

হাদিস তাফসীর - “ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর ...”

‘আবদুল্লাহ বিন ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিলাম, “ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত - এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রাসুল, সালাত কয়েম করা, যাকাত দান করা, হজ করা এবং রামাদান মাসে সিয়াম পালন করা।”

(বুখারি - কিতাবুল ঈমান, হাদিস ৮; মুসলিম - কিতাবুল ইমান, হাদিস ১৬/২১)

হাদিসটির অর্থ

হাদিসটি যে অর্থ প্রকাশ করে তা হল - দ্বীন ইসলামের ভিত্তি হল প্রদত্ত পাঁচটি আমলের উপর, যেগুলো দ্বীন ইসলামের পুরো কাঠামোটির ভারবহনের জন্য স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে। ইসলাম ও বস্তুগত কাঠামোর মধ্যে যে সুস্পষ্ট তুলনা এখানে প্রকাশ করা হয়েছে তা এটা ইঙ্গিত করে যে, কোন গঠনই একটি দুর্গ হতে পারবে না যদি এটি কোন স্তম্ভ দ্বারা সমর্থন লাভ না করে। অনুরূপভাবে, প্রদত্ত পাঁচটি আমল ছাড়া ইসলাম কখনোই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না, যখন কিনা অন্যান্য ইসলামিক আমলগুলো পুরো কাঠামোর শক্তিকে আরও পরিপূর্ণ করে। এর অর্থ হল, যদি প্রদত্ত পাঁচটি আমল ছাড়া যদি অন্য কোন ইসলামিক আমলের অভাব হয়, তবে কাঠামোটির শক্তি যথেষ্ট নয় বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে, প্রদত্ত পাঁচটি আমলের অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে দ্বীন ইসলামের পুরো কাঠামোটিই বিনষ্ট করে দিবে। এর ফলে, দুই সাক্ষ্য‘র অনুপস্থিতি (আল্লাহ ও তার রসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার সাক্ষ্য) ইসলামের অস্তিত্বকে বিনষ্ট করে দিবে।

ইমাম বুখারি কতৃক বর্ণিত অপর বর্ণনায় এই দুই সাক্ষ্য‘র অর্থ পাওয়া যায় এই বর্ণনার মাধ্যমে - “দ্বীন ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপরঃ আল্লাহর ও তার রসুল (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা।” (বুখারি - কিতাবুত তাফসীর, হাদিস ৪৫১৪)

ইমাম মুসলিম থেকে আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায় এই বর্ণনার মাধ্যমে - “দ্বীন ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি - আল্লাহর একত্ববাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া।”

ইমাম মুসলিম থেকে পাওয়া আরেকটি বর্ণনা হল - “দ্বীন ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি - আল্লাহর ইবাদাহ করা এবং অন্য সকল কিছুকে প্রত্যাখ্যান করা।” (মুসলিম - কিতাবুল ঈমান, হাদিস ১৬/১৯- ২০)

এটি ইঙ্গিত করে যে, আল্লাহ ও তার রসুল (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর ঈমান আনার বিষয়টি ইসলামের মূল বিষয় হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে, যেভাবে উপরোক্ত হাদিসগুলোতে এই সিদ্ধান্তে আসা গিয়েছে।

ইসলামে সালাতের অবস্থান

এ ব্যাপারে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনেক হাদিস আছে যে, যে ব্যক্তি ফরয সালাত আদায় করা ছেড়ে দেয় সে একজন মুসলিম হিসেবে বিবেচিত হবে না।

জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “সালাত বর্জন করা হল একজন মুসলিম এবং কুফরী ও নাস্তিকতার মধ্যে অন্তরায়।” (মুসলিম - কিতাবুল ঈমান, হাদিস ৮২/১৩৪)

মুয়ায (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “ইসলাম হল সমস্ত কিছু চূড়া এবং সালাত হল এর স্তম্ভ।” (তিরমিযি - কিতাবুল ঈমান, হাদিস ২৬১৬, এটি একটি ভালো নির্ভরযোগ্য হাদিস; মুসনাদ আহমাদ - খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৩১, ২৩৭)

হাদিসটি হল একটি উপমা যা ইসলামে সালাতের অবস্থানের তুলনা করা হয়েছে (এভাবে) যে, একটি তাঁবুর স্থান ধ্বংসে পড়লে সে তাঁবুটি সুস্পষ্টভাবেই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

উমার বিন আল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, “যে ব্যক্তি সালাত বর্জন করে ইসলামের জন্য তার করার কিছুই নেই।” (মুওত্তা মালিক - কিতাবুত তাহরাহ, হাদিস ৫৩)

রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীরা এবং আলী ইবন আবি তালিব (রাঃ) বলেন, “যে ব্যক্তি সালাত বর্জন করলো সে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করলো।” (ইবন আবি শাইবাহ - ১১/৪৭, ৪৯)

‘আবদুল্লাহ বিন শাকিক বলেন, “রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবীরা সালাত বর্জন ছাড়া কোন কোন কাজকেই এমন মনে করতেন না যা একজন ব্যক্তিকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায়।” (ইবন আবি শাইবাহ - ১১/৪৭, ৪৯)

আইয়ুব আশ শিখতায়ানি বলেন, “সালাত বর্জন নিঃসন্দেহে দ্বীন বিরোধী।” এই যথার্থ মতটি প্রথম যুগের একদল আলিম এবং পরবর্তী আলিমগণ কতৃক গৃহীত হয়েছিলো, তাদের মধ্যে রয়েছে ইবন আল মুবারাক, ইমাম আহমাদ এবং ইসহাক। ইসহাক বলেছেন যে এই মতের উপর সকল আলিমগণ একমত আছেন।

মুহাম্মাদ বিন নাসর আল মারওয়ানি বলেন, “হাদিসের বেশীরভাগ আলিম যে মতটি গ্রহণ করেছেন এটি সেই একই মত।

আলিমদের এক দল এই মতটি গ্রহণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের কোন একটি বর্জন করে সে নিজেকে একজন কাফির ব্যক্তিতে পরিণত করে। এই মতটি পাওয়া যায় সা'ইদ বিন জুবাইর, নাফি' এবং আল হাকাম থেকে। এছাড়াও তা পাওয়া যায় ইমাম আহমাদ থেকে যা তার কিছু অনুসারী গ্রহণ করেছেন। মালিকি মাযহাবের আলিম ইবন হাবিব একই মতটি গ্রহণ করেছেন।

সালাত বর্জন যে দ্বীন বিরোধী কাজ তার দলীল হিসেবে ইমাম আহমাদ এবং ইসহাক উল্লেখ করেছেন শয়তান কতৃক আল্লাহর আদেশের সেই বিরোধীতা যা সে করেছিলো আদমকে সিজদাহ করতে অস্বীকার করার মাধ্যমে। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাক এ ব্যাপারে বলেছেন, “তবে কোন ব্যক্তির জন্য আল্লাহকে সিজদাহ'র ব্যাপারটি কিরূপ হবে, যিনি কিনা আদম থেকেও শ্রেষ্ঠ ?”

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যদি কেউ সিজদাহ’র আয়াত তিলাওয়াত করে এবং এরপর আল্লাহকে সিজদাহ করে, তখন শয়তান কাঁদে আর বলে, ‘আমার উপর দুঃখ আপতিত হোক ! আদমের সন্তানকে আদেশ করা হল (আল্লাহকে) সিজদাহ করার জন্য আর সে তা মান্য করলো, যেটার জন্য তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। কিন্তু আমাকে সিজদাহ করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিলো আর আমি তা অমান্য করলাম, যার কারণে আমাকে দোযখে প্রবেশ করানো হবে।’ ” (মুসলিম - কিতাবুল ঈমান, হাদিস ৮১/১৩৩)

ইবন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আরেকটি নিকটবর্তী হাদিস এটা প্রমাণ করে যে, যদি কোন মূল বিষয়ের অধীনে বিভিন্ন অপরিহার্য অংশ থাকে, তবে উক্ত মূল বিষয়টি এর কিছু অপরিহার্য অংশের অনুপস্থিতির কারণে অবধারিতভাবে বিনষ্ট হয়ে যায় না। এই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার জন্য আলিমরা ঈমান এবং বিভিন্ন শাখা বিশিষ্ট একটি গাছের মধ্যে তুলনা করেছেন। যদি এই গাছের কিছু শাখা দেখতে পাওয়া না যায় বা পড়ে যায়, তবে মূল গাছটি এরপরও সেই গাছের নামটি বহন করবে, যদিও সে গাছের কিছু শাখা অনুপস্থিত।

মহান আল্লাহ প্রায় একই উপমা উল্লেখ করেছেন কুরআনেঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤)

تَوَاتِي أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٥)

“তুমি কি দেখছ না, আল্লাহ কিভাবে একটি রূপক ব্যাখ্যা করছেন ? এটি একটি চমৎকার বানী - সেটা যেন একটি উৎকৃষ্ট (জাতের) গাছ, যার মূল (জমিনে) সুদৃঢ়, যার শাখা প্রশাখা আসমানে (বিস্তৃত), সেটি প্রতি মৌসুমে তার মালিকের আদেশে ফল দান করে।” (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ২৪- ২৫)

এই রূপকে যে ‘বানী’ ’র কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা হল আল্লাহর একত্ববাদের ব্যাপারে সংশোধিত হওয়া, আর ‘মূল’ বলতে বুঝানো হয়েছে মুমিন বান্দার অন্তরের গভীরে গেথে যাওয়া ঈমানকে, আর ‘ফল’ বলতে বুঝানো হয়েছে মুমিনদের সৎ আমলকে।

রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইমানদার মুসলিমদেরকে খেজুর গাছের সাথে তুলনা করতে গিয়ে (দেখুন - বুখারি - কিতাবুল ইলম, হাদিস ৬১,৬৩; মুসলিম - মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য, হাদিস ২৮১১) একইরকম রূপক ব্যাখ্যা করেছেন, যার কিছু শাখা পতিত হওয়ার পরও এটি একটি ‘খেজুর গাছ’ নামটিই বহন করবে।

জিহাদ এবং ইসলামের স্তম্ভ

যদিও জিহাদ হল ইসলামের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল, কিন্তু এটা ইবন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ হাদিসে উল্লেখ করা হয়নি।

মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “ইসলাম হল সবকিছুর চূড়া, আর জিহাদ হল ইসলামের কাঠামোর সবচেয়ে উঁচু প্রান্ত।” (তিরমিযি - কিতাবুল ঈমান, হাদিস ২৬১৬; মুসনাদ আহমাদ - খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৩১, ২৩৭)

এর অর্থ হল, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে জিহাদ নেই, এর কারন হলঃ

প্রথমতঃ অধিকাংশ আলিমরা এ ব্যাপারে একমত যে জিহাদ একটি সমষ্টিগত দায়িত্ব (ফারযে কিফায়াহ) এবং এটা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের ন্যায় একটি ব্যক্তিগত দায়িত্ব (ফারযে ‘আইন) নয়।

দ্বিতীয়তঃ কিয়ামতের আগ পর্যন্ত জিহাদের ফারযিয়াহ সমাপ্ত হবে না, যেমনটি জিহাদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে ঈসা (আঃ) এর আবির্ভাবের পর আর দুনিয়ার বুকে একমাত্র ইসলামই দ্বীন হিসেবে বিদ্যমান থাকবে, যখন কিনা সকল যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে। এটি ইসলামের সেই পাঁচটি স্তম্ভের মতো সকল ইমানদারদের জন্য ব্যক্তিগত ফরয আমল নয়, যাদেরকে সেগুলো মেনে চলতে হবে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত বা কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত।

হাদিসের তাফসীরটি ইমাম ইবন রজব এর কিতাব জামি' আল ' উলুম ওয়াল হিকাম এর ইংলিশ ভার্সন থেকে ট্রান্সলেশন করা হয়েছে।

ক্ল্যাসিক্যাল ইসলামিক টেক্সটের অনুবাদ (ইংলিশ- বাংলা) পেতে সাবস্ক্রাইব করুন [আমাদের ব্লগে](#) আর সংযুক্ত থাকুন [আমাদের ফেইসবুক পেইজের](#) সাথে।